গ্লোবাল ডেইজ অব এ্যাকশন উপলক্ষে কর ন্যায্যতা এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের দাবি

জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

ভূমিকা:

"বাজেট দিয়া আমাগো কোনো কাম নাই। ভাসমান আছিলাম, ভাসমান থাকুম। পেটের লাইগা যুদ্ধ করছি, এহনও করুম। ট্যাক্স-ভ্যাট কিচ্ছু বুঝি না। খাইতে পারলেই অইলো। চাল-ডালের দাম কম অইলে বালা।" এই কথাগুলো বলছিলেন জনৈক শ্রমজীবী নারী যিনি একটি পরিবারের প্রধান। শুধু তিনি নয়, ভ্যাট, ট্যাক্স কিংবা বাজেট এই কথাগুলো নিম্নআয়ের মানুষের কাছে কোন অর্থ বহন করে না। তারা বুঝতে চান জিনিসপত্রের দাম তাদের হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে কিনা? পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মজুরী বৃদ্ধি, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গেলে তারা খুশি। অথচ এসবের চাহিদামাফিক প্রাপ্তি তাদের জন্য মোটেও সহজ নয়। এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জড়িত শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী যারা নিম্ন মজুরীতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অন্যদিকে নারীর গৃহশ্রমের কোন স্বীকৃতি নেই জাতীয় অর্থনীতিতে, যা হিসেব করলে দেখা যায় মোট জিডিপি'র প্রায় ৭৯ ভাগ (সিপিডি'র গবেষণা, ২০১৪)। এসব নানাবিধ কারণে নারীর অর্থনৈতিক অবদান যেমন অস্বীকৃত থাকে তেমনি অর্থনীতিতে তুলনামূলক কম অবদান রাখার কারণে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়-যার অবসান হওয়া জরুরী।

নারীর অদৃশ্য শ্রম জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের একক। সেই পরিবারের প্রজনন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যাসহ সংসার ও আবাসকে গতিশীল রাখার মূল কাজটি করেন নারী, যিনি কন্যা, জায়া অথবা জননী; যা না করলে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজকর্ম ও জীবনযাপন অসম্ভব হতো। নারীর এই নীরব অবদানের অর্থমূল্য ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা; যা মোট জিডিপির ৭৮.৮ শতাংশ।[১] এক গবেষণায় এই চিত্র দেখা গেছে।

একই গবেষণায় আরও দেখানো হয়েছে যে প্রতিদিন একজন নারী গড়ে একজন পুরুষের তুলনায় প্রায় তিন গুণ সময় এমন কাজ করেন, যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। গবেষণা মতে, একজন নারীর প্রতিদিন ১২ দশমিক ১টি কাজ জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে যার পরিমাণ ২ দশমিক ৭টি। গ্রাম ও শহরে ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব একজন নারী পুরুষের কাজের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে।[২] অথচ গৃহস্থালীর কাজে নারীর এই নিরব শ্রমের কোনো পারিশ্রমিক বা নগদ মূল্য না দেওয়ার কারণে নারীরা আজ সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা রকম বৈষম্যের শিকার। নারীর কারখানা, খামার বা অফিসের কাজকে শুধু জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীর এই গৃহশ্রমকে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে ভুটান বিশ্বের অন্যতম দেশ যারা Gross National Happiness নামে একটি পদ্ধতিতে নারীর এই শ্রমকে স্বীকৃতি ও গণনা করে।

দেশে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে তুলে ধরার ধরার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি, নারীর অবদানকে গণনার জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষি-গার্হস্থ্যসহ সকল শ্রমকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ইত্যাদি।

নারীর গৃহশ্রমকে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাহলে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সমমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে পুরুষদের নারীদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন, সমাজে তার গুরুত্ব অনুধাবন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। পাশাপাশি নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং নারী প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। যা নারীদের জাতীয় উন্নয়নে আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে সহায়ক হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বনাম বাস্তবতা:

জেন্ডার বাজেট মানে নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয়, বরং এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশের সাহায্যে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা যায়। জেন্ডার বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা চিহ্নিত করা যাতে বাজেটে সম্পদের বণ্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি বা অসমতা হ্রাস করা যায়।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমানে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে মোট বরাদ্দ ৯২,৭৬৫ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২৭.২৫ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের (জিডিপির) ৪.৭৩ শতাংশ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান জেন্ডার বাজেটের বরাদ্দ ২৯ শতাংশ বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্থাৎ জেন্ডার বাজেটিং এর প্রথম বছরে এই বরাদ্দ ছিল ২৭,২৪৮ কোটি টাকা যা তৎকালীন জাতীয় বাজেটের ২৪.৬৫ শতাংশ বা তৎকালীন জিডিপির ৩.৯৫ শতাংশ। পরিসংখ্যানের বিচারে বাজেটে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা এবং টাকার অংকে ৪০টি মন্ত্রণালয় জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করলেও এখনও তা নারীর উন্নয়নের প্রশ্নে অপ্রতুল। অপরদিকে জাতীয় বাজেটের মতো জেন্ডার বাজেটের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে। বরাদ্দকৃত অর্থ অনেক সময় খরচ হয় না বা হলেও নির্দিষ্ট সময়ে হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতির কারণে প্রকল্পগুলোর সুবিধা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা বঞ্চিত হন।

অনেক সময় এডহক ভিত্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার ছাড়া সরকারি প্রকল্পগুলোর 'জেন্ডার-সংবেদনশীলতা' হিসাব করা হয় যা বেশিরভাগ সময় সঠিক চিত্র দেখায় না। সর্বোপরি, জেন্ডার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর নিয়মিত পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া বাজেটের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং এসএমই ঋণ:

সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রকল্পগুলো অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম ও

[1] CPD Study on Women's Contribution, 2014.
[2] CPD Study on Women's Contribution, 2014.

অব্যবস্থাপনার কারণে সমালোচিত হয়ে থাকে। অথচ এই কর্মসূচিসমূহের প্রায় ৯০ ভাগ (দরিদ্র, বিধবা, নারী প্রধান পরিবারের নারী হবেন) নারীরা সুবিধাভোগি হবেন বলে বরাদ্দ করা হয়।

অপরদিকে প্রতিবার বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য চলমান বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি নতুন কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংকে বিশেষ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট খোলার পদক্ষেপ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের পরিকল্পনা অন্যতম। এছাড়া রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামের নারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড। কিন্তু ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রশাসনিক জটিলতা ও তথ্যের অভাবে অনেক সময়ই আগ্রহী উদ্যোক্তার কাছে ঋণ পৌঁছায় না। বিশেষ করে যারা লেখাপড়া কম জানেন তাদের কাছে এই ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া বেশ দুর্বোধ্য।

এই এসএমই লোন পাওয়ার জটিলতার কারণে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীরা ঋণের আবেদন করতে পারছেন না। তারওপর আছে নানা দরকারি কাগজপত্র জমা দান কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তির (ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা) সুপারিশ। গ্রামের বা শহরের স্বল্প লেখাপড়া জানা নারীরা এতসব শর্তাবলী শুনে শুরুতেই ভয় পেয়ে যায়। আর তাছাড়া তাদের পক্ষে প্রভাবশালী ব্যক্তির (ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা) সুপারিশ জোগাড় করা সহজ নয়। যদিও এমএমই লোন পাওয়ার নীতিমালায় এসব কিছু উল্লেখ নেই। অপরদিকে নীতিমালা অনুযায়ি, ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলা হলেও প্রথমবার কোন নারী উদ্যোক্তাকে সর্বোচ্চ ৩-৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। প্রথমবার যদি তিনি উক্ত ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করতে পারেন তাহলে পরেরবার তিনি আবার ঋণের আবেদন করতে পারে। তবে আবারও তাকে সুপরিশ জোগাড় করতে হয়।

এছাড়া ব্যবসাসংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য না থাকায়, প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণেও এ ধরনের প্রণোদনাকারী কর্মসূচীর সুবিধা নারী উদ্যোক্তারা নিতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন পরিকল্পনার আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদের ঋণের ১৫ শতাংশ নারীদের জন্য বরাদ্দের পদক্ষেপ থাকলেও উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য এই ঋণের একটি অংশ অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।

কর এবং ভ্যাটের আওতা:
বাজেটের জেন্ডার-সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, করের আওতা ও হার। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বলা চলে যে, প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত এবং স্বল্প বেতনের কাজে সীমাবদ্ধ হবার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের আয় করযোগ্য হয় না। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে নারীদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকা যা পুরুষদের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অপরদিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সাথে যুক্ত দেশের প্রায় ৮৯ ভাগ মানুষ যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী। এই বিশাল নারী জনগোষ্ঠির আয়কর মুক্ত থাকার কারণে তারা তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জনসেবাসমূহ যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সেবাসমূহ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন; অথচ তারা সেটা জোর গলায় চাইতেও পারেন না। কারণ তারা মনে করেন, যেহেতু তারা কর দেন না সেহেতু এটাই তাদের নিয়তি।

বিশ্বের যে কয়টি দেশে উচ্চ হারের ভ্যাট বিদ্যমান তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহরের মানুষ নির্বিশেষে সবাইকে ১৫% হারে ভ্যাট দিতে হয়। সরকার আয়করের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতা বছর বছর বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। যার কারণে নারী প্রধান পরিবার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ এখনও শ্রমবাজারে নারী-পুরুষ মজুরী বৈষম্য প্রকট। আপরদিকে বাধ্যতামূলর ভ্যাট আদায় গরীর-সাধারণ মানুষ থেকে নিয়মিত আদায় করলেও কর্পোরেট এবং কোম্পানীসমূহ থেকে তা আদায়ে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। টার্গেট অনুযায়ি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়ে সরকার জনসেবা খাত সমূহকে বাণিজ্যিক খাতে দিয়ে দিচ্ছে বছর বছর। পরিণতিকে সাধারণ মানুষকে নাগরিক সেবাবমূহ উচ্চমূল্যে কিনতে হচ্ছে; যার প্রভাব নারীদের ওপর পড়ছে আরো বেশি।

উপসংহার:
নারীর অবস্থার উন্নতি ও পূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য সংস্কারের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে নতুনত্ব। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের কর্মসংস্থান আরো বাড়াতে হবে। নারী নির্যাতন ও বৈষম্য দূর করার জন্য অর্থনৈতিক খাতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপশি রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন কাঠামোয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

আমাদের দাবিসমূহ:

১. গৃহস্থালী কাজকে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
২. কিশোরীদের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে;
৩. গৃহস্থালী কাজ বর্তমানে মোট জিডিপির প্রায় ৭৯ ভাগ;
৪. জনসেবা খাত (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি বিদ্যুৎ) বেসরকারিকরণ আর নয়;
৫. সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মজুরী বৈষম্য হ্রাস করতে হবে;
৬. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে;
৭. কিশোরীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সমন্বিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে;
৮. স্বাস্থ্যসেবায় নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
৯. নারীবান্ধব বাজেট কর, যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত কর
১০. নারীশ্রমিক দক্ষ কর, কর্মসংস্থান নিশ্চিত কর;
১১. পরিবার প্রধান যদি নারী হয়, তাদের ওপর ভ্যাট নয়।

আয়োজক সংগঠনসমূহ: অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তজন, পিএসআই (PSI), বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন ও মুক্তির ডাক।

equitybd
House 13, Road 2, Shamoli, Dhaka 1207, Bangladesh
Tel: 88 02-8125181, 9118435, Fax: 88 02-9129395, Email: info@equitybd.org
www.equitybd.org